যায়যাদিন

তারিখ ... SEP. 27 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

মাদ্রাসা সংস্কারে পশ্চিমবঙ্গ-মডেল অনুসরণ করতে চায় পাকিস্তান

যায়যাদি ডেস্ক

'পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলো জঙ্গিবাদের আঁতুরঘর' এ কথাটা আর শুনতে চাইছে না দেশটির জনগণ। কিন্তু শত বছরের সনাতন পদ্ধতি আর রীতিনীতি পাল্টে ফেলে তাকে যুগপোযোগী করে তোলা তো খুব সহজ কথা নয়। এ জন্য চাই একটি উন্নত ও কার্যকর মডেল। ইনডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষার সাফল্যের কথা জানতে পেরে সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চেয়েছে দেশটি। নিউ দিল্লিতে নিজেদের দূতাবাস আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক চিঠিও দিয়েছে পাকিস্তান। মাদ্রাসা-মডেলের বিস্তারিত জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারও বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত।

পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা শিক্ষার মান এখন এতোটাই উন্নত আর প্রগতিশীল যে, বিপুল সংখ্যক অমুসলিম ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া করছে সেখানে। মাদ্রাসাগুলোর মোট ছাত্রছাত্রীর ১২ ভাগই অমুসলিম। ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাসসহ প্রায় সব বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হচ্ছে ওইসব মাদ্রাসায়। পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার অধিকাংশ মাদ্রাসাতেই কো-এডুকেশন বা

শতকরা ৬৫ ভাগ।

একটি সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির সমাজ, নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্র পেশাদার ব্যবস্থাপনা এবং পর্যাপ্ত তহবিলের যোগান এগুলোই হ মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে সাফল্যের মূলমন্ত্র। পাকিস্তানের ম মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের পরামর্শ দিতে গিয়ে পশ্চিমব সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী আবদুল সা এ কথা জানান। তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগে সচেতনতা শি মানে আপোষহীন থাকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। মাধ্যমিব উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশ মাধ্যমেই নিয়োগ দেয়া হয় মাদ্রাসা শিক্ষকদের। অ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হন বলে ভা মানের শিক্ষকরা ভালো মানের শিক্ষাদানে সক্ষম হয়।

ইনডিয়ার কাউন্সিল অফ বোর্ডস ফর স্কুল এডুকেশন ইন ইনডি একমাত্র ব্যতিক্রমী সদস্য পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড। শুধু ব্যবস্থাপনাই নয় পর্যাপ্ত তহবিলও যোগাতে হয়েছে মাদ্রাসা শি সংস্কারে। রাজ্য সরকার বার্ষিক ১৩০ কোটি রুপি ব্যয় কর মাদ্রাসা বোর্ডের জন্য। এভাবেই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যা শিক্ষার্থীদের মাদ্রাসা-মডেল এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে মুর্সা